২৬-০১-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা হলে মুক্তো চয়ন কারী হংস, তোমাদের হল হংস মন্ডলী, তোমরা হলে ভাগ্যবান নক্ষত্র, কারণ স্বয়ং জ্ঞান সূর্য বাবা তোমাদের সম্মুখে বসে পড়াচ্ছেন "

প্রশ্নঃ- বাবা সকল বাচ্চাদের কোন্ আলোটি দিয়েছেন যার ফলে পুরুষার্থ তীব্র হয়েছে ?

উত্তর :- বাবা এই জ্ঞানের আলো দিয়েছেন যে বাচ্চারা এখন এই ড্রামার শেষ সময় , তোমাদের নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে। এমন নয় যে যা পাওনা আছে তা তো প্রাপ্ত হবেই। পুরুষার্থ হল প্রথমে। পবিত্র হয়ে অন্যদের পবিত্র করা , এইটি হল বৃহৎ সেবা। এই জ্ঞানের আলো প্রাপ্ত হওয়ার সাথে বাচ্চাদের পুরুষার্থ তীব্র হয়েছে।

গীত :- তুমি প্রেমের সাগর আমরা তার একটি ফোঁটার পিয়াসী .... ।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা জানে যে প্রেমের সাগর , শান্তির সাগর, আনন্দের সাগর বেহদের বাবা সম্মুখে বসে আমাদের শিক্ষা প্রদান করেছেন। কত ভাগ্যশালী নক্ষত্র, যাদের সম্মুখে বসে জ্ঞান সূর্য বাবা পড়াচ্ছেন। এবারে যে বকপাখিদের মন্ডলী ছিল , তাহা হংস মন্ডলীতে পরিণত হয়েছে। মুক্তো চয়ণকারী হয়েছে । এই ভাই বোনেরা সবাই হল হংস , একেই হংস মন্ডলীও বলা হয়। কল্প পূর্বের আত্মারাই এই জন্মে একে অপরকে চিনতে পারে। রুহানী পারলৌকিক মাতা পিতা এবং ভাই বোন একে অপরকে চিনতে পারে। মনে আছে কি যে ৫ হাজার বছর পূর্বেও এই নাম রূপে আমরা মিলিত হয়েছি ? এইসব এখন তোমরা বলতে পারো , অন্য কোনো জন্মে এইরকম বলা যাবে না। যারা ব্রহ্মাকুমার কুমারী হয় , তারা একে অপরকে চিনবে। বাবা আপনিও একই রয়েছেন, আমরা বাচ্চারাও একই আছি , আমরা ভাই বোনেরা আবার নিজের পিতার কাছে অধিকার প্রাপ্ত করি। এখন বাবা ও বাচ্চারা সম্মুখে বসে আছে , এই নাম-রূপ ইত্যাদি বদলে যাবে। সত্যযুগে লক্ষ্মী নারায়ণ এমন বলবেনা যে আমরা কল্প পূর্বের সেই লক্ষ্মী নারায়ণ বা সেখানে প্রজারাও বলবেনা যে এরা সেই কল্প পূর্বের লক্ষ্মী নারায়ণ। নয়। এইসব শুধু এইসময় তোমরা বাচ্চারা-ই জানো। এইসময় তোমরা অনেক কিছু জেনে যাও। প্রথমে তো তোমরা কিছুই জানতেনা। আমি-ই কল্পের সঙ্গম যুগে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে থাকি। এইসব কথা কেবল বেহদের বাবা-ই বলতে পারেন। নতুন দুনিয়ার স্থাপনা ও পুরানো দুনিয়ার বিনাশও অবশ্যই হতে হবে। এইটি হল দুয়েরই সঙ্গম যুগ। এই যুগটি হল খুবই কল্যাণকারী যুগ। সত্যযুগ বা কলিযুগকে কল্যাণকারী বলা হবেনা। তোমাদের এই জীবন টিকে অমূল্য জীবন বলা হয়। এই জীবনেই কড়ি থেকে হীরায় পরিণত হতে হবে। তোমরা বাচ্চারা হলে প্রকৃত ঈশ্বরীয় সেবাধারী । ঈশ্বরীয় সেলভেশন আর্মি। ঈশ্বর এসে মায়ার হাত থেকে তোমাদের মুক্ত করেন। তোমরা জানো যে বিশেষ ভাবে আমাদের এবং সাধারণ ভাবে দুনিয়াটিকে মায়ার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেন। এইসবও ড্রামায় ধার্য করা আছে। থাকলে প্রশংসা টি কার করবে ? যার এক্ট ভালো হয় তার নাম হয়। তাই প্রশংসাও পরম পিতা পরমাত্মার-ই করা হয়। এখন পৃথিবীতে পাপাত্মার সংখ্যা অনেক। সর্ষে দানার মতন কত মানুষ রয়েছে। বাবা এসে ভার কমিয়ে দেন। সেখানে কিছু লক্ষ জন হয় , অর্থাৎ কোয়ার্টার পার্সেন্টও নয়। সুতরাং এই ড্রামাটিকে ভালো ভাবে বুঝতে হবে। পরমাত্মাকে সর্ব শক্তিমান বলা হয়। ড্রামায় ওঁনার এইরকম পার্ট আছে। বাবা বলেন আমিও এই ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ। য়দা য়দা হি ধর্মস্য .... লেখা আছে। সেই ধর্মের গ্লানি

এখন ভারতে হচ্ছে। আমার গ্লানি করে , দেবতাদের গ্লানি করে , তাই পাপাত্মা সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এইরকমও তাদের হতেই হবে। সত রজ তম তে আসতেই হবে। তোমরা এই ড্রামাটি বুঝেছ। বুদ্ধিতে চক্র বিদ্যমান আছে। বাবা এসে আলো দিয়েছেন। এখন এই ড্রামার শেষ সময়। এবারে তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্যে পুরুষার্থ কর। এমন নয় যে যা পাওনা আছে তা প্রাপ্ত হবে। নয়। সর্ব প্রথম পুরুষার্থ। সমস্ত শক্তি পবিত্রতায় আছে। পবিত্রতার বলিহারি। দেবতারা হলেন পবিত্র তাই অপবিত্র মানুষ তাঁদের সম্মুখে মাথা নোয়ায়। সন্ন্যাসীরাও মাথা নোয়ায়। মৃত্যুর পরে তাদের স্মারক চিহ্ন তৈরি করা হয় কারণ তারা পবিত্র । কেউ দৈহিক কর্ম অনেক করে। হাসপাতাল, কলেজ তৈরি করে তখন তাদের নাম হয়। সবচেয়ে বেশি নাম হয় তাদের যারা সবাইকে পবিত্রে পরিণত করে এবং যারা সহযোগী হয়। তোমরা পবিত্র হও , সেই এভার পিওর অর্থাৎ সদা পবিত্র পরমাত্মার সঙ্গে যোগ করে। যত যোগ করবে ততই তোমরা পবিত্র হবে , তারপরে অন্ত সময়ে মতানুসারে গতি প্রাপ্ত হবে। বাবার কাছে চলে যাবে। তারা যাত্রা করে তখন এইরকম ভাবেনা যে বাবার কাছে যেতে হবে। তবুও তারা পবিত্র থাকে। এখানেতো বাবা সবাইকে পবিত্র করেন। ড্রামাটিকে বুঝে নেওয়া খুব সহজ। অনেক পয়েন্টস বোঝানো হয়। তারপরে বলেন শুধু বাবা ও স্বর্গের অধিকার বা বর্সা কে স্মরণ করো। মরণ কালে সবাই ভগবানের কথা স্মরণ করায়। আচ্ছা ভগবান কি করবেন ? তারপরে যদি কেউ শরীর ত্যাগ করে তখন বলে স্বর্গবাসী হয়েছে। অর্থাৎ পরমাত্মার স্মরণে শরীর ত্যাগ করলে বৈকুন্ঠে যাবে। তারা বাবাকে জানেনা। এই কথাটি কারো বুদ্ধিতে নেই যে আমরা বাবাকে স্মরণ করলে, বৈকুন্ঠে যাব। তারা শুধু বলে পরমাত্মাকে স্মরণ কর। ইংরেজিতে বলা হয় গড ফাদার। এখানে তোমরা বল পরম পিতা পরমাত্মা। তারা প্রথমে গড পরে ফাদার বলে। আমরা প্রথমে পরম পিতা পরে পরমাত্মা বলি। তিনি হলেন সবার পিতা। যদি সবাই পিতা হয় তবে 'ও গড ফাদার' বলা যাবেনা। এইটুকু কথাও বুঝতে পারেনা। বাবা তোমাদের সহজ করে বোঝান। মানুষ যখন দুঃখী হয় তখন পরমাত্মাকে স্মরণ করে। মানুষ হয় দেহ-অভিমানী এবং স্মরণ করে দেহি বা আত্মা , যদি পরমাত্মা সর্বব্যাপী হন তবে আত্মা বা দেহি কেন স্মরণ করে ? যদি আত্মা নির্লিপ্ত হয় তবে দেহি অথবা আত্মা কি স্মরণ করে ? ভক্তিমার্গে আত্মা-ই পরমাত্মাকে স্মরণ করে কারণ দুঃখে আছে। যত সুখ প্রাপ্ত হয় তত স্মরণ করতে হয়।

এই হল পড়াশোনা, এইম অবজেক্টটিও (মুখ্য উদ্দেশ্য) ক্লিয়ার। এর মধ্যে অন্ধ শ্রদ্ধার কোনো ব্যাপারই নেই। তোমরা সব ধর্মের মানুষদের জানো -- এই সময়ে সবাই উপস্থিত আছে। এখন আবার দেবী দেবতা ধর্মের হিস্ট্রি রিপিট হবে। এইসব কোনো নতুন কথা নয়। কল্প কল্প যাঁরা রাজ্য প্রাপ্ত করি। যেমন ঐ হদের খেলা রিপিট হয় তেমনই এই হল বেহদের খেলা। আমাদের অর্ধকল্পের শত্রু কে ? রাবণ। আমরা কোনো যুদ্ধ করে রাজ্য প্রাপ্ত করিনা। না-ই কোনো হিংসা পূর্ণ যুদ্ধ করি , না-ই বিজয়ী হওয়ার জন্য সৈন্য বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করি । এইটি হল জয় পরাজয়ের খেলা। কিন্তু জয় পরাজয় দুই-ই সূক্ষ্ম। মায়ার কাছেই হারলে হার , মায়ার কাছে জিতলে জিত। মানুষ মায়ার বদলে মন শব্দটি লিখেছে তাই উল্টো হয়ে গেছে। এই ড্রামার খেলাও প্রথম থেকেই তৈরি রয়েছে। বাবা নিজে বসে পরিচয় দেন। রচয়িতাকে আর কোনো মানুষ জানেনা , তাহলে পরিচয় দেবে কিভাবে। রচয়িতা হলেন একমাত্র বাবা, বাকি আমরা হলাম রচনা। তাই অবশ্যই আমাদের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত হওয়া উচিত। মানুষ তো বলে দেয় পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী তাহলে তো সবাই রচয়িতা হয়ে গেল। রচনাকে লুপ্ত করে দেওয়ার ফলে কত খানি পাথর বুদ্ধি , দুঃখী হয়েছে। শুধু নিজেরই মহিমা গায়ন করে আমরা বৈষ্ণব , অর্থাৎ আমরা অর্ধ দেবতা। তারা ভাবে দেবতারা

বৈষ্ণব ছিলেন। আসলে ভেজিটেরিয়ান শব্দটির মুখ্য অর্থ হল অহিংসা পরম ধর্ম। দেবতাদের পাক্কা বৈষ্ণব বলা হয়। নিজেকে বৈষ্ণব বলে পরিচয় দেবে এমন অনেকেই আছে। কিন্তু লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্যে বৈষ্ণব সম্প্রদায় পবিত্রও ছিল। এবারে সেই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের রাজত্ব কোথায় ? এখন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছ , তোমরা ব্রহ্মাকুমার কুমারী হয়েছ তাই ব্রহ্মাও থাকবেন নিশ্চয়, তবে তো নাম রাখা হয়েছে শিব বংশী প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। গায়নও আছে যে শিববাবা এসেছিলেন , তিনি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় রচনা করেন , যারা ভবিষ্যতে দেবতায় পরিণত হয়। এখন তোমরা শুদ্র থেকে ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত হয়েছ তাই তোমাদের ব্রহ্মাকুমার কুমারী নাম হয়েছে। বিরাট রূপের চিত্র সম্বন্ধেও বোঝানো ভালো কথা। বিষ্ণুর বিরাট রূপ দেখানো হয়। বিষ্ণু ও তাঁর রাজধানী (সন্তান) বিরাট চক্রে আসে। এই সব কিছু বাবার বিচার মন্থন হয়। তোমরাও বিচার সাগর মন্থন করার প্র্যাক্টিস করবে তাহলে রাতে ঘুম আসবেনা। এই চিন্তন চলবে। সকালে উঠে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে যাবে। বলে সকালের সাঁই (সকালের মালিক)..... তোমরাও কাউকে বসে বোঝালে বলবে -- ওহো ! এরা তো আমাদের মানুষ থেকে দেবতা, বেগর (ভিখারী) থেকে প্রিন্স করতে এসেছে। প্রথমে অলৌকিক সেবা করা উচিত , স্থূল সার্ভিস পরে। শখ থাকা উচিত। বিশেষ করে মাতা-রা ভালো সার্ভিস করতে পারে। মাতাদের কেউ অপমান করবেনা। সবজি বিক্রেতা, আনাজ বিক্রেতা , চাকর বাকর সকলকেই বোঝাতে হবে। কেউ যেন বাকি রয়ে না যায় যে কটাক্ষ করবে। সার্ভিস করার জন্যে হৃদয়ে সত্যতার প্রয়োজন আছে। বাবার সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ থাকা উচিত তবেই ধারণা হবে। সামগ্রী ভরপুর করে পোর্টে স্টীমার ডেলিভারি করতে যাবে। বাড়িতে তাদের সুখ অনুভূতি হবেনা , তারা সেবার উদ্দেশ্যে ছুটতেই থাকবে। এই চিত্র গুলিও খুব সাহায্য করে। কত স্পষ্ট -- শিববাবা ব্রহ্মা দ্বারা বিষ্ণুপুরীর স্থাপনা করাচ্ছেন । এই হল রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ , কৃষ্ণ জ্ঞান যজ্ঞ নয়। এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা বিনাশের অগ্নি জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। কৃষ্ণ তো যজ্ঞের রচনা করতে পারেননা। তিনি ৮৪ বার জন্ম নিলে নাম রূপ বদলে যাবে আর কোনো রূপে কৃষ্ণ হতে পারবেনা। কৃষ্ণের পার্ট কৃষ্ণ রূপে এলেই রিপিট করবে। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ন স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) প্রকৃত ঈশ্বরীয় সেবাধারী অথবা ঈশ্বরীয় স্যালভেশন আর্মি হয়ে সবাইকে মায়ার জাল থেকে মুক্ত করতে হবে। এই জীবনে কড়ি থেকে হীরা হতে হবে, অন্যদেরও হীরাতে পরিণত করতে হবে।

২) যেমন বাবা বিচার সাগর মন্থন করেন , তেমনই জ্ঞানের বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। কল্যাণকারী স্বরূপে অলৌকিক সেবায় তৎপর থাকতে হবে। প্রকৃত সত্য হৃদয়ের দ্বারা সেবা করতে হবে।

বরদান :- আমার ভাবের স্মৃতি দ্বারা স্নেহ ও দয়ার দৃষ্টি প্রাপ্তকারী সমর্থী সম্পন্ন ভব।

ব্যাখা: যে বাচ্চারা বাবার পরিচয় প্রাপ্ত করে একটি বারের জন্যেও "আমার বাবা" বলেছে দয়ার সাগর বাপদাদা এমন বাচ্চাদের রিটার্নে পদম গুণ রুহানী স্নেহপূর্ন নজর দিয়েছেন। দয়া ও স্নেহের

দৃষ্টি তাদের সর্বদা এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। এই রূহানী আমার ভাবের স্মৃতি এমন বাচ্চাদের জন্যে সমর্থী স্বরূপে ভরপুর হওয়ার আশীর্বাদ হয়ে যায়। বাপদাদাকে মুখ দ্বারা আশীর্বাদ করার দরকার পড়েনা বরং সূক্ষ্ম স্নেহের সঙ্কল্প দ্বারা প্রতিটি বাচ্চার পালনা হতেই থাকে।

স্লোগান – যারা বাবার প্রিয় হয়, তাদের অন্য কোনো ব্যক্তি বা বৈভবের প্রতি টান থাকেনা।